#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত
EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

25th May to 30th May 2026

RICE IAS

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **01**

1.1. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 01

1.1.1. ক্রমবর্ধমান সংঘাতের যুগে ব্রিঙ্কম্যানশিপ (Brinkmanship) 01

1.1.2. কোয়াড: কৌশলগত অর্জন এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব 03

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **08**

2.1. অর্থনীতি 08

2.1.1. ভারতের সবুজ রূপান্তর এখনও কয়লা-নির্ভর 08

2.1.2. ভারতে অর্থ কমিশনের আর্থিক বণ্টন ও ন্যায্যতার প্রশ্ন 10

2.1.3. ভারতের জ্বালানি কৌশলে প্রয়োজন মূল্যের যৌক্তিক সংশোধন 13

2.1.4. জাতীয় স্থিতিশীলতা শুধুমাত্র আচরণগত আহ্বান যথেষ্ট নয় 16

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM **IAS 10-Month GS PCM** **Degree + IAS** **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.1.1. ক্রমবর্ধমান সংঘাতের যুগে ব্রিঙ্কম্যানশিপ (Brinkmanship)

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ইরান কর্তৃক **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz) বন্ধ করে দেওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানি বন্দরগুলো **অবরোধ** (Blockade) করার ফলে 'ব্রিঙ্কম্যানশিপ' ধারণাটি পুনরায় বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে।

১. ব্রিঙ্কম্যানশিপ কী? (ধারণা ও বৈশিষ্ট্য)

- **সংজ্ঞা:** ব্রিঙ্কম্যানশিপ হলো একটি সুপরিকল্পিত কৌশল, যেখানে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে **সংঘাতের শেষ সীমা** (The Brink) পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো প্রতিপক্ষকে নতিস্বীকার করতে, ছাড় দিতে বা আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য করা।
- **প্রক্রিয়া:** এটি উত্তেজনার মই বেয়ে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার মতো একটি প্রক্রিয়া, যেখানে এক বা একাধিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়।
- **প্রধান ঝুঁকি:** এর প্রধান বিপদ হলো উত্তেজনার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা। বিশেষ করে **পারমাণবিক শক্তিধর** দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটি 'আর্মাগেডন' বা মহাপ্রলয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

২. ধারণার উৎপত্তি

১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে **শীতল যুদ্ধের** (Cold War) সময় রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা এই শব্দটি ব্যবহার শুরু করেন।

- **বার্লিন অবরোধ (১৯৪৮-৪৯):** সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পশ্চিম বার্লিন অবরোধ এবং মিত্রশক্তির এয়ারলিফ্ট অপারেশন ছিল ব্রিঙ্কম্যানশিপের প্রাথমিক উদাহরণ।
- **কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস (১৯৬২):** এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্রিঙ্কম্যানশিপ হিসেবে পরিচিত, যেখানে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক যুদ্ধের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

৩. ব্রিঙ্কম্যানশিপের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য **ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি**।
- দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে সামরিক হুমকি, নিষেধাজ্ঞা বা **অর্থনৈতিক জবরদস্তি** ব্যবহার।
- কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে **মানসিক চাপ ও ভয়কে** কাজে লাগানো।
- ভুল হিসাব-নিকাশ বা **দুর্ঘটনাজনিত সংঘাতের** ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যাওয়া।
- এর কার্যকারিতা নির্ভর করে **প্রতিরোধ,** পারিপার্শ্বিক ধারণা এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের মানসিকতার ওপর।

আধুনিক ব্রিঙ্কম্যানশিপের বৈচিত্র্য ও শ্রেণিবিভাগ

ক) ব্রিঙ্কম্যানশিপ হিসেবে সন্ত্রাসবাদ

- **অ-রাষ্ট্রীয় শক্তি** (Non-State Actors)**:** সন্ত্রাসবাদ এখন ব্রিঙ্কম্যানশিপের একটি প্রধান মাধ্যম। এটি ব্যবহার করে অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রকে বড় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য করে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- **সাফল্য:** আল-কায়েদা বা আইএস-এর মতো গোষ্ঠীগুলো এতে খুব একটা সফল না হলেও, আয়ারল্যান্ডের IRA বা আলজেরিয়ার FLN এই কৌশলের মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ে সফল হয়েছিল।

খ) **প্রক্সি ব্রিঙ্কম্যানশিপ**

- এর অর্থ হলো অন্য কোনো গোষ্ঠীকে (প্রক্সি) ব্যবহার করে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙে দেওয়া। **পাকিস্তান ও ইরান** গত চার দশক ধরে এই ছায়া যুদ্ধ বা প্রক্সি কৌশলের মাধ্যমে কৌশলগত সুবিধা অর্জনের চেষ্টা করে আসছে।
- **হামাস হামলা (২০২৩):** ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর হামাসের হামলা ছিল 'প্রক্সি ব্রিঙ্কম্যানশিপ'-এর উদাহরণ, যার ফলে ইসরায়েল গাজায় পাল্টা চরম আক্রমণ শুরু করে। এটি প্রতিরোধ ব্যবস্থার দ্রুত ভেঙে পড়ার প্রমাণ।

গ) **বৃহৎ শক্তিবর্গের রাষ্ট্রীয় স্তরের ব্রিঙ্কম্যানশিপ**

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** আমেরিকা সাধারণত সরাসরি শক্তি প্রয়োগ পছন্দ করলেও, ইরানের ক্ষেত্রে তারা এখন আলোচনার পথ তৈরি করতে **অর্থনৈতিক অবরোধকে** একটি জবরদস্তিমূলক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে।
- **রাশিয়া:** ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে **পারমাণবিক হুমকি** এবং হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ব্রিঙ্কম্যানশিপ চালিয়ে যাচ্ছে।
- **চীন:** ২০০৬ সাল থেকে চীন দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরে **নৌ-ব্রিঙ্কম্যানশিপে** (Maritime Brinkmanship) পারদর্শী হয়ে উঠেছে। কেবল জাপান (সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ) এবং তাইওয়ান কার্যকরভাবে এই জবরদস্তির মোকাবিলা করতে পেরেছে।
- **উত্তর কোরিয়া:** একুশ শতকের ব্রিঙ্কম্যানশিপে সবচেয়ে সফল দেশ হলো উত্তর কোরিয়া। তারা তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক সক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোকে চাপের মুখে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান ব্রিঙ্কম্যানশিপের প্রভাব

- **প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষয়:** বারবার ব্রিঙ্কম্যানশিপের ঘটনা, বিশেষ করে যেগুলো শাস্তিহীন থেকে যায় বা সফল হয়, তা দীর্ঘদিনের **প্রতিরোধ কাঠামোকে** (Deterrence frameworks) দুর্বল করে দেয় যা এতদিন বড় ধরনের সংঘাত ঠেকিয়ে রেখেছিল।
- **জাতিসংঘের প্রান্তিককরণ:** যখন জাতিসংঘের মতো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তখন বহুপাক্ষিক কূটনীতির শূন্যস্থান দখল করে নেয় **জবরদস্তি** (Coercion) এবং ব্রিঙ্কম্যানশিপ, যা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে।
- **অনিয়ন্ত্রিত উত্তেজনার ঝুঁকি:** মার্কিন-ইরান বিরোধ বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ঘটনায় পাল্টাপাল্টি ব্রিঙ্কম্যানশিপ এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে সামান্য **ভুল হিসাব-নিকাশ** (Miscalculation) দ্রুত বড় যুদ্ধে রূপ নিতে পারে।
- **শক্তির স্বাভাবিকীকরণ:** ব্রিঙ্কম্যানশিপের ঘনঘন ব্যবহার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক ও জবরদস্তিমূলক সরঞ্জাম ব্যবহারকে **স্বাভাবিক** করে তোলে, ফলে শান্তিপূর্ণ সমাধান কঠিন হয়ে পড়ে।
- **বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়:** হরমুজ প্রণালীর মতো **কৌশলগত সংযোগস্থলগুলোকে** (Strategic chokepoints) যখন ব্রিঙ্কম্যানশিপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজার, বাণিজ্য এবং **সরবরাহ শৃঙ্খলে** (Supply chains) ধস নামে।
- **ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রতি হুমকি:** যেসব দেশের সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তি কম, তারা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি **অসহায়** (Vulnerable) হয়ে পড়ে, কারণ বড় শক্তিগুলোর জবরদস্তি ঠেকানোর মতো ক্ষমতা তাদের থাকে না।

ব্রিঙ্কম্যানশিপের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি

- **কৌশলগত সংযম** (Strategic Restraint): ভারতের কৌশলগত দর্শনের মূল ভিত্তি হলো সংযম এবং দায়িত্বশীলতা। চরম উসকানির মুখেও ভারত সর্বদা **পরিমিত ও আনুপাতিক** (Calibrated and proportionate) শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং ব্রিঙ্কম্যানশিপের পথ পরিহার করেছে।
- **অপারেশন সিঁদুর (মে ২০২৬):** পাহলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতের নিখুঁত আক্রমণ (Precision strikes) ছিল একটি পরিমিত প্রতিক্রিয়া, যা দায়িত্বহীন ব্রিঙ্কম্যানশিপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং শক্তিশালী **কূটনৈতিক বার্তার** মাধ্যমে পরিচালিত।

- **আগে পারমাণবিক অস্ত্র নয়:** ভারতের 'নো ফার্স্ট ইউজ' নীতি এবং পারমাণবিক জবরদস্তির প্রত্যাখ্যান প্রমাণ করে যে ভারত **কৌশলগত স্থিতিশীলতা** রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- **বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ:** ভারত জাতিসংঘ, ব্রিকস (BRICS), এসসিও (SCO) এবং কোয়াড (Quad)-এর মতো বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে যাতে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা যায়।
- **কূটনীতিকে অগ্রাধিকার:** ভারত একটি নির্ভরযোগ্য সামরিক শক্তি বজায় রাখলেও সর্বদা **সংলাপ ও কূটনীতিকে** প্রথম বিকল্প হিসেবে দেখে। এটি প্রমাণ করে যে শক্তি এবং সংযম একে অপরের বিরোধী নয়।

স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের পথ

- **বহুপাক্ষিক কূটনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা:** জাতিসংঘকে সংস্কার ও শক্তিশালী করতে হবে যাতে এটি কেবল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতিয়ার না হয়ে **সংঘাত নিরসনের** একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে।
- **উত্তেজনার স্পষ্ট সীমা নির্ধারণ:** বড় শক্তিগুলোর মধ্যে কাঠামোগত সংলাপের মাধ্যমে এমন কিছু **'রেড লাইন'** (Red lines) নির্ধারণ করতে হবে যা ব্রিঙ্কম্যানশিপকে সরাসরি যুদ্ধে রূপ নিতে বাধা দেবে।
- **আঞ্চলিক সংঘাত নিরসন কাঠামো:** পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের মতো অঞ্চলগুলোতে উত্তেজনা প্রশমন এবং **সংকটকালীন যোগাযোগের** (Crisis communication) জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন।
- **সংঘাতের মূল কারণ চিহ্নিতকরণ:** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা আঞ্চলিক যে বৈষম্য বা ক্ষোভের কারণে রাষ্ট্রগুলো ব্রিঙ্কম্যানশিপের পথ বেছে নেয়, স্থায়ী শান্তির জন্য সেই **মূল কারণগুলোর** (Root causes) সমাধান করতে হবে।
- **দায়িত্বশীল পারমাণবিক নেতৃত্ব:** পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে এবং পারমাণবিক ব্রিঙ্কম্যানশিপকে অগ্রহণযোগ্য করতে নতুন কাঠামো তৈরি করতে হবে।
- **ভারত একটি 'ভারসাম্যকারী' হিসেবে:** ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সংযমের ঐতিহ্যের কারণে দেশটি **সংলাপ-ভিত্তিক** সমাধান প্রচারের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর হতে পারে।

উপসংহার

বিশ্বজুড়ে ব্রিঙ্কম্যানশিপের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা কূটনীতি এবং বহুপাক্ষিকতাবাদের সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি সংকেত দেয়, যার ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। উত্তেজনার মই বেয়ে এমন এক ভয়াবহ যুদ্ধে পৌঁছানোর আগেই—যা নিয়ন্ত্রণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না—বিশ্বের উচিত **সংলাপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার** পথে ফিরে আসা।

Q. The growing reliance on brinkmanship reflects the weakening of diplomacy and multilateralism in contemporary international relations. Critically examine. 15 Marks

1.1.2. কোয়াড: কৌশলগত অর্জন এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

প্রেক্ষাপট

কোয়াড সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক বৈঠকটি একদিকে যেমন এই গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্ডাকে তুলে ধরেছে, অন্যদিকে তেমনি পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির মধ্যে এর ভেতরের **অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোকেও** স্পষ্ট করেছে।

কোয়াডের বিবর্তন

- **২০০৭:** প্রাতিষ্ঠানিক বা অফিশিয়াল স্তরে প্রাথমিক গঠন।
- **২০১৭:** ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় (ইন্ডো-প্যাসিফিক) অঞ্চল নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে কোয়াডকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।
- **২০২১:** রাষ্ট্রপ্রধানদের স্তরে শীর্ষ সম্মেলনে (লিডার-লেভেল সামিট) উন্নীতকরণ।
- **২০২৬:** ভারত কোয়াডের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রতিক কোয়াড পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের মূল ফলাফল

১. **উন্নত সামুদ্রিক স্বচ্ছতা** (Upgraded Maritime Transparency): রাডার এবং স্যাটেলাইট সম্পদগুলোকে একত্রিত করার জন্য IPMSC এবং IPMDA নজরদারি কাঠামোকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো **'ডার্ক শিপিং'** (যেসব জাহাজ নিজেদের অবস্থান গোপন রাখে) ট্র্যাক করা এবং সমুদ্রের ধূসর অঞ্চলের জবরদস্তিমূলক তৎপরতা মোকাবিলা করা।

২. **যৌথ কার্যকারিতা ও সমন্বয়** (Operational Interoperability): অংশীদার দেশগুলোর যুদ্ধজাহাজে নৌবাহিনীর কর্মীদের মোতায়েন করার জন্য **কোয়াড-অ্যাট-সি শিপ অবজারভার মিশন** (Quad-at-Sea Ship Observer Mission) শুরু করা হয়েছে, যা আঞ্চলিক মানবিক সংকট বা নিরাপত্তা অচলাবস্থার সময় গভীর কৌশলগত বিশ্বাস তৈরি করবে।

৩. **কৌশলগত পরিকাঠামো বিকল্প** (Strategic Infrastructure Alternative): চীনের ঋণ-ফাঁদ কূটনীতির বিপরীতে স্বচ্ছ অর্থায়নের বিকল্প দিতে **ফিজিতে** একটি বাণিজ্যিক বন্দর নির্মাণের জন্য কোয়াড তার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যৌথ শারীরিক অবকাঠামো প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

৪. **সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি হ্রাস** (Supply Chain De-risking): পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তি (গ্রিন-টেক) এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি সমান্তরাল, অ-চীনা নিষ্কাশন ও প্রক্রিয়াকরণ লাইন গড়ে তুলতে **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সহযোগিতা উদ্যোগ** (Critical Minerals Cooperation Initiative) চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫. **নিয়ম-ভিত্তিক ভূ-রাজনৈতিক সারিবদ্ধতা** (Rules-Based Geopolitical Alignment): সমুদ্র আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCLOS), নৌ চলাচলের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পরম কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি পুনরুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদী হুমকিগুলোর নাম উল্লেখ করে একটি স্পষ্ট যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী বিবৃতি জারি করা হয়েছে।

কোয়াডের সামনে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সদস্যদের মধ্যে কৌশলগত মতভিন্নতা** (Strategic Divergence Among Members)

- **আমেরিকার একতরফাবাদ বনাম বহুপাক্ষিক সম্মতি** (U.S. Unilateralism vs. Minilateral Consensus):
  - ওয়াশিংটনের অপ্রত্যাশিত বৈদেশিক নীতি—যেমন আঞ্চলিক অংশীদারদের সাথে আলোচনা না করেই হঠাৎ করে চীন বা রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ তৈরি করা অথবা মধ্যপ্রাচ্যে একতরফা সামরিক অভিযান চালানো—কোয়াডের ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করে।
  - ২০২৬ সালের মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মহাসাগরে একটি ইরানি জাহাজ আটক করাসহ ইরানের সাথে সরাসরি বৈরি আচরণে জড়িয়ে পড়ে এবং কোয়াড মিত্রদের কিছু না জানিয়েই পাকিস্তানের মাধ্যমে পিছনের দরজা দিয়ে মধ্যস্থতা শুরু করে।

- এই ধরনের **বাছাইকৃত স্বচ্ছতা** (Selective Transparency) ভারত ও জাপানের মতো অংশীদারদের (যারা মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও বাণিজ্য পথের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল) অন্ধের মতো নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়, যা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে স্পষ্ট **বিশ্বাসের ঘাটতি** তৈরি করছে।

২. **চীন ইস্যুতে ঐকমত্যের অভাব** (Lack of Consensus on China)

- **অসম ঝুঁকি অনুধাবন** (Asymmetric Threat Perceptions):
  - বেইজিংকে কেন্দ্র করে চার সদস্য দেশের ভূ-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক এবং চুক্তিভিত্তিক সামরিক মিত্র, যারা কোয়াডকে চীনের বিরুদ্ধে একটি কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী বা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে দেখে।
  - অন্যদিকে, ভারতের সাথে চীনের সরাসরি বিতর্কিত স্থল সীমান্ত (**এলএসি**) রয়েছে। নিজের মৌলিক নীতি **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের** (Strategic Autonomy) দ্বারা পরিচালিত হয়ে নতুন দিল্লি যেকোনো আনুষ্ঠানিক সামরিক জোট সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে। ভারত কোয়াডের অফিশিয়াল ফোকাসকে কঠোরভাবে অ-সামরিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক 'জনকল্যাণমূলক সামগ্রী' (Public Goods) সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করে।
  - এই কাঠামোগত অমিলের কারণে চীনের যেকোনো আগ্রাসী আচরণের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কোনো কঠোর সামরিক কঠোর অবস্থান বা যৌথ নিরাপত্তা প্রোটোকল তৈরি করা কোয়াডের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা** (Institutional Weakness)

- **অ্যাড-হক বা সাময়িক সাংগঠনিক কাঠামো** (Ad-Hoc Structural Framework):
  - ন্যাটোর (NATO) মতো ঐতিহ্যবাহী নিরাপত্তা জোটগুলোর বিপরীতে কোয়াড মূলত একটি শিথিল, বহুপাক্ষিক পরামর্শমূলক ফোরাম। এর কোনো স্থায়ী সদর দফতর বা কেন্দ্রীয় সচিবালয় নেই এবং এর কোনো আইনি বাধ্যতামূলক চুক্তিভিত্তিক ভিত্তি নেই।
  - কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক কেন্দ্র না থাকায়, ওপেন র‍্যান (Open RAN) টেলিকম রোলআউট বা ফিজির বন্দর নির্মাণের মতো জটিল যৌথ উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আমলাতান্ত্রিক গতির ওপর নির্ভর করে।

৪. **শীর্ষ সম্মেলনে বিলম্ব** (Delayed Summit Diplomacy)

- **প্রাতিষ্ঠানিক অচলাবস্থা** (The Institutional Impasse):
  - কোয়াডের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পায় এর বার্ষিক রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে। তবে ভারতের বর্তমান সভাপতিত্বের মেয়াদে জটিল দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন এই প্রক্রিয়াকে বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে।
  - ২০২৪ সালের পান্নুন-নিজ্জার মামলার মতো কূটনৈতিক অচলাবস্থা, ২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রবর্তিত বিঘ্নকারী শুল্ক ও বাণিজ্য নীতি এবং **'অপারেশন সিন্দুর'**-এর মতো নিরাপত্তা দাবি নিয়ে গভীর মতভেদের কারণে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে বড় ধাক্কা লাগে।
  - ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শীর্ষ সম্মেলনের কোনো সময়সূচি চূড়ান্ত না হওয়ায়, চার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের একত্রিত করতে ব্যর্থ হয়ে ভারতকে কোনো শীর্ষ সম্মেলন ছাড়াই সভাপতিত্বের দায়িত্ব অস্ট্রেলিয়ার হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। এটি কোয়াড জোটকে একটি স্থায়ী ও কার্যকরী শীর্ষ পর্যায় থেকে নামিয়ে সাধারণ মন্ত্রী পর্যায়ের সংলাপে রূপান্তরের সংকেত দেয়।

৫. **দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা (Perception Problem)**

- **'এশিয়ান ন্যাটো'র আখ্যান বনাম আঞ্চলিক গ্রহণযোগ্যতা:**
  - কোয়াড একটি তীব্র ব্র্যান্ডিং সংকটে ভুগছে। বেইজিং ধারাবাহিকভাবে এটিকে একটি একচেটিয়া, চীন-বিরোধী বা আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্টকারী "ছোট চক্র" হিসেবে প্রচার করে।
  - আসিয়ান (ASEAN)-এর মতো কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলো কোয়াডকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের ভয়, কোয়াডের এই অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক কেন্দ্রিক ফোকাস ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে পরাশক্তিদের প্রতিযোগিতার একটি বিপজ্জনক আখড়ায় পরিণত করবে। এই দ্বিধা কোয়াডের জন্য ছোট এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপক কূটনৈতিক সমর্থন পাওয়ার পথকে মারাত্মকভাবে সীমিত করে।

কেন কোয়াড এখনো গুরুত্বপূর্ণ - ভারতের জন্য তাৎপর্য

১. **সামুদ্রিক নিরাপত্তার মূল যোগানদাতা (Net Maritime Security Provider):** এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি গুণক (Hard-power Multiplier) হিসেবে কাজ করে, যা IPMDA-এর মতো গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমুদ্রের ধূসর অঞ্চলের জবরদস্তি এবং ডার্ক shipping মোকাবিলা করে ভারত মহাসাগরে ভারতের আধিপত্যকে সুসংহত করে।

২. **প্রতিরক্ষামূলক কৌশলগত ভারসাম্য (Defensive Strategic Balancing):** এটি ভারতকে কোনো আনুষ্ঠানিক সামরিক জোটে না জড়িয়েই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (LAC) এবং বৃহত্তর ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদের মোকাবিলা করার জন্য একটি শক্তিশালী কূটনৈতিক ও সামুদ্রিক ঢাল প্রদান করে।

৩. **ভূ-অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা (Geo-Economic Resilience):** এটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং সেমিকন্ডাক্টরের জন্য সমান্তরাল ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chains) তৈরি করে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করে, যা চীনা উৎপাদনের ওপর ভারতের ঝুঁকিপূর্ণ নির্ভরতা অনেকাংশে কমিয়ে আনে।

৪. **বিকল্প পরিকাঠামো মাধ্যম (Alternative Infrastructure Vehicle):** এটি ফিজির বন্দরের মতো উচ্চ-মানের সংযোগ প্রকল্পগুলোতে ভারতকে যৌথ অর্থায়নের সুযোগ দেয়, যা আঞ্চলিক দেশগুলোকে চীনের শোষণমূলক বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) ঋণ কূটনীতির বিপরীতে একটি স্বচ্ছ ও টেকসই বিকল্প সরবরাহ করে।

৫. **বৈশ্বিক সন্ত্রাসবিরোধী সারিবদ্ধতা (Global Anti-Terror Alignment):** এটি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে বৈশ্বিক মঞ্চে তুলে ধরে। **পাহালগাম হামলার** মতো ঘটনার পর আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিন্দা আদায়ে কোয়াডের যৌথ প্ল্যাটফর্ম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আগামী দিনের পথ

১. **নমনীয়তার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া (Institutionalize with Flexibility):** দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক ওঠানামা থেকে কোয়াডের যৌথ সহযোগিতাকে মুক্ত রাখতে একটি স্থায়ী এবং সুনির্দিষ্ট বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের ক্যালেন্ডার তৈরি করতে হবে, যা একটি পর্যায়ক্রমিক যৌথ সচিবালয় দ্বারা পরিচালিত হবে।

২. **'আকস্মিকতাহীন' নীতি গ্রহণ করা (Commit to a "No-Surprise" Doctrine):** অংশীদার দেশগুলোর অর্থনীতি ও নীতিতে বড় ধাক্কা দেয় এমন একতরফা ভূ-রাজনৈতিক পদক্ষেপ বন্ধ করতে এবং যেকোনো সংকটে পূর্ব কৌশলগত আলোচনার সুবিধার্থে ডেডিকেটেড ক্রাইসিস-কমিউনিকেশন হটলাইন তৈরি করতে হবে।

৩. **অ-সামরিক এজেন্ডার পরিধি বাড়ানো (Broaden the Non-Military Agenda):** কেবল সামরিক সারিবদ্ধতার বাইরে গিয়ে আঞ্চলিক দেশগুলোর প্রকৃত কল্যাণের জন্য জলবায়ু সহনশীলতা তহবিল, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহ লাইন এবং গভীর সমুদ্রের সংযোগ পরিকাঠামোর মতো বাস্তবসম্মত জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪. **'নিয়ন্ত্রণ বা দমনমূলক' বক্তব্য পরিহার করা (De-escalate "Containment" Rhetoric):** আসিয়ানের মতো নিরপেক্ষ ব্লকের আস্থা অর্জন এবং আঞ্চলিক উদ্বেগ দূর করতে কোয়াডকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ইতিবাচক এজেন্ডাভিত্তিক উন্নয়নমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৫. **অসম একীকরণের কার্যকর প্রয়োগ (Operationalize Asymmetric Convergence):** কোয়াডের প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব নীতিগত কাঠামো—যেমন ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং আমেরিকার আনুষ্ঠানিক চুক্তিভিত্তিক নেটওয়ার্ক—কে সম্মান জানাতে হবে। এর ফলে চীনকে মোকাবিলায় যার যার অবস্থান বজায় রেখেও একটি নিয়ম-ভিত্তিক আদেশের প্রশ্নে সবাই এক থাকতে পারবে।

উপসংহার

কোয়াডের শক্তি সম্পূর্ণ কৌশলগত একীকরণের মধ্যে নয়, বরং একটি নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি তাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত। এই গোষ্ঠীর মহৎ উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হলে অংশীদারদের অবশ্যই যৌথ আত্মোপলব্ধি বাড়াতে হবে, যাতে করে ছোটখাটো বা সাময়িক মতভিন্নতা যেন তাদের মূল কৌশলগত লক্ষ্যকে গ্রাস করতে না পারে।

Q. Quadrilateral Security Dialogue (Quad)' is transforming itself into a trade bloc from a military alliance, in present times – Discuss. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. ভারতের সবুজ রূপান্তর এখনও কয়লা-নির্ভর

প্রাসঙ্গিকতা

- পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাতের ফলে বিশ্ববাজারে **জ্বালানির উচ্চমূল্য** ভারতের বাহ্যিক শক্তি সরঞ্জামের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এর ফলে তৈরি হওয়া **অনিশ্চয়তাকে** (vulnerability) আবারও প্রকাশ করেছে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, ভারতের **জীবাশ্ম জ্বালানি** (fossil fuel) আমদানির প্রায় অর্ধেক এখনও **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz) দিয়ে পরিবাহিত হয়। এর মধ্যে সৌদি আরব থেকে আসা অপরিশোধিত তেল এবং কাতার থেকে আসা **তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস** (LNG) অন্তর্ভুক্ত।
- ভারত বিশ্বজুড়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরের (clean energy transition) ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে স্বীকৃত হলেও, এর বিদ্যুৎ খাত এখনও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রধানত **কয়লার** (coal) ওপর নির্ভরশীল।

ভারতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতার বিস্তার

১. **২০১৭ সাল থেকে স্থাপিত নবায়নযোগ্য সক্ষমতার বৃদ্ধি:**

- ২০১৭ সাল থেকে ভারতে নতুন বিদ্যুৎ সক্ষমতা সংযোজনের ক্ষেত্রে **নবায়নযোগ্য জ্বালানি** (renewable energy) উৎসগুলো ধারাবাহিকভাবে বৃহত্তম অংশীদার হিসেবে অবদান রেখেছে।
- **পরিসংখ্যান:** ২০০৫ সালের মার্চ মাসে মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ সক্ষমতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ ছিল মাত্র ০.৭২%, যা ২০২৬ সালের মার্চ নাগাদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে **৪২.৪%**-এ। একই সময়ে কয়লাভিত্তিক সক্ষমতার অংশ ৫৮.৭% থেকে কমে **৪২.২%**-এ নেমে এসেছে।

২. **স্থাপিত সক্ষমতা এবং প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান:**

- স্থাপিত সক্ষমতার (installed capacity) দুই-পঞ্চমাংশের বেশি নবায়নযোগ্য উৎস হওয়া সত্ত্বেও, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের **প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদনের** (actual electricity output) মাত্র ১৫.৮% এসেছে এই উৎসগুলো থেকে।
- বিপরীতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনও **কয়লার আধিপত্য** (dominance of coal) বজায় রয়েছে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে এর অবদান ছিল ৭৬.২%, যা ২০২৬ সালের এপ্রিলে সামান্য কমে দাঁড়িয়েছে **৭১.৮%**-এ।

৩. **কয়লাকে প্রতিস্থাপন না করে তার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তার:**

- ২০১৮ সাল থেকে ভারত জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক নতুন সক্ষমতা খুব সামান্যই যুক্ত করেছে, কিন্তু একইসাথে খুব কম সংখ্যক **পুরানো কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র** (old coal plants) অবসর বা বন্ধ করা হয়েছে।
- এর ফলে, বিদ্যমান কয়লা-ভিত্তিকে (coal base) না কমিয়েই নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। পাশাপাশি, **গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন** (gas-based power) সক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে।
- **সারসংক্ষেপ:** বর্তমান জ্বালানি রূপান্তরটি বিদ্যুৎ গ্রিডকে সম্প্রসারিত করছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর **কার্বন নিঃসরণ হ্রাস** (decarbonising) উল্লেখযোগ্যভাবে করতে পারছে না।

ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মূল সমস্যাসমূহ

- **সৌর ও বায়ু শক্তির সবিরাম প্রকৃতি (Intermittency):** সৌর প্যানেল শুধুমাত্র দিনের আলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং বায়ুকলগুলো কেবল বাতাস থাকলেই চলে। কিন্তু বিদ্যুতের **চাহিদা নিরবিচ্ছিন্ন** এবং সন্ধ্যার দিকে যখন সৌর উৎপাদন শূন্যে নেমে আসে, তখনই চাহিদা শীর্ষে পৌঁছায়। এই অসামঞ্জস্যের কারণে গ্রিড অপারেটররা **কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে** স্থায়ী ব্যাকআপ হিসেবে রাখতে বাধ্য হন।
- **বৃহৎ আকারের ব্যাটারি স্টোরেজের অভাব:** চাহিদার শীর্ষে থাকা সময়ে ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ জমা রাখতে **গ্রিড-স্কেল ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম** প্রয়োজন। ভারতে বর্তমানে এই পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে, যার ফলে ব্ল্যাকআউটের ঝুঁকি ছাড়া পুরোপুরি নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর নির্ভর করা কঠিন।
- **দুর্বল গ্রিড পরিকাঠামো এবং সঞ্চালন বাধা:** ভারতের সঞ্চালন নেটওয়ার্ক এখনও রাজস্থান বা তামিলনাড়ুর মতো নবায়নযোগ্য শক্তি-সমৃদ্ধ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো উচ্চ-চাহিদার রাজ্যে বিদ্যুৎ পাঠাতে দক্ষ নয়। এর ফলে **নবায়নযোগ্য শক্তির অপচয়** (curtailment) ঘটে এবং স্থানীয় কয়লা ভিত্তিক কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা বজায় থাকে।
- **গ্রিড স্থিতিশীলতায় কয়লার ভূমিকা:** কয়লার এই নিরন্তর ভূমিকা কেবল নীতিগত ব্যর্থতা নয়, বরং এটি বর্তমান **প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাকেও** প্রতিফলিত করে। কয়লা প্রয়োজনীয় **বেসলোড নির্ভরযোগ্যতা** (baseload reliability) এবং ভারসাম্য বজায় রাখে, যা পর্যাপ্ত স্টোরেজ ও গ্রিড নমনীয়তা ছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি একা দিতে পারে না।

ভারতের ওপর বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রভাব

- **বিদ্যুতের দাম ও তেলের বাজারের সম্পর্ক:** ঐতিহাসিক প্রবণতা দেখায় যে ভারতের **বিদ্যুৎ শুল্ক** (electricity tariffs) বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দামকে অনুসরণ করে। কারণ কয়লা এখনও বিদ্যুৎ উৎপাদনের **প্রান্তিক খরচ** (marginal cost) নির্ধারণ করে। তেলের দাম বাড়লে কয়লার খরচ বাড়ে, যা মুদ্রাস্ফীতি এবং সরকারের ওপর **রাজস্ব চাপ** (fiscal pressure) তৈরি করে।
- **চীন ও স্পেনের তুলনায় ভারতের অবস্থান:** চীন উল্লেখযোগ্যভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়েছে; তাদের বিদ্যুৎ মিশ্রণে তেল ও গ্যাসের অংশ মাত্র ৪%। এছাড়া **বৈদ্যুতিক যানবাহন** (EV) সেখানে নতুন গাড়ি বিক্রির অর্ধেক, যা তেলের চাহিদা কমিয়েছে। একইভাবে **স্পেন** নবায়নযোগ্য শক্তির গভীর সংমিশ্রণের মাধ্যমে গ্যাস ও বিদ্যুতের দামের যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। ভারত এখনও কয়লার ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হওয়ায় বৈশ্বিক প্রভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।
- **ভূ-রাজনৈতিক সংকট ও অর্থনীতি:** পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা বা **হরমুজ প্রণালীতে** বিঘ্ন সরাসরি ভারতের শিল্প, কৃষি এবং সাধারণ মানুষের জ্বালানি খরচ বাড়িয়ে দেয়, যা দেশের **প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা** কমিয়ে দেয়।

ভারতের জ্বালানি ব্যবস্থার রূপান্তরের পথ

- **ব্যাটারি স্টোরেজে বড় বিনিয়োগ:** ভারতের জ্বালানি রূপান্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সাশ্রয়ী **গ্রিড-স্কেল ব্যাটারি স্টোরেজ**। স্টোরেজ ছাড়া সবিরাম নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না।
- **গ্রিড পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ:** ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিডকে **দ্বিমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ** (bidirectional flow) এবং রিয়েল-টাইম চাহিদা-সরবরাহ ভারসাম্য বজায় রাখার উপযোগী করে তুলতে হবে।
- **আন্তঃরাজ্য সঞ্চালন নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ: সবুজ জ্বালানি করিডোর** (Green energy corridors) দ্রুত সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে রাজস্থানের সৌরশক্তি বা তামিলনাড়ুর বায়ুশক্তি সারা দেশে পৌঁছাতে পারে।
- **বিদ্যুৎ বাজার সংস্কার:** স্টোরেজ এবং নমনীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে **সময়ের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ** (time-of-day pricing) এবং গ্রিন এনার্জি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মতো সংস্কার জরুরি।

- **পরিকল্পিতভাবে কয়লা কেন্দ্রের অবসর:** স্টোরেজ ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে **পুরানো ও দূষণকারী কয়লা কেন্দ্রগুলো** বন্ধ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োজন।
- **বৈদ্যুতিক যানবাহনের দ্রুত গ্রহণ:** বিশেষ করে দুই চাকা, তিন চাকা এবং গণপরিবহনে **EV-র ব্যবহার** বাড়লে অপরিশোধিত তেলের ওপর নির্ভরতা কমবে। স্মার্ট চার্জিং ব্যবস্থা গ্রিডকেও সহায়তা করতে পারে।
- **লক্ষ্যমাত্রার সাথে পরিকাঠামোর সামঞ্জস্য:** ২০৩০ সালের মধ্যে **৫০০ গিগাওয়াট** (GW) অ-জীবাশ্ম জ্বালানি সক্ষমতা এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ৬০% অ-জীবাশ্ম বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্টোরেজ ও গ্রিড পরিকাঠামোতে সমান্তরাল বিনিয়োগ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের জ্বালানি রূপান্তর বর্তমানে বাস্তব কিন্তু **অসম্পূর্ণ**। প্রকৃত উৎপাদনে কয়লাকে প্রতিস্থাপন না করে কেবল সক্ষমতা বাড়ানো দেশটিকে আগের মতোই বৈশ্বিক সংকটের মুখে ফেলে রাখে। তাই ভারতকে জরুরিভিত্তিতে **স্টোরেজ নির্মাণ, গ্রিড আধুনিকীকরণ এবং বাজার সংস্কারে** মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে নবায়নযোগ্য শক্তি প্রতিদিনের বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার জায়গা নিতে পারে এবং সবুজ রূপান্তরকে একটি প্রকৃত অর্থনৈতিক সাফল্যে পরিণত করা যায়।

Q. India's energy transition requires structural reforms beyond renewable capacity expansion to reduce coal dependence and ensure long-term energy security. Discuss. 15 Marks

2.1.2. ভারতে অর্থ কমিশনের আর্থিক বণ্টন ও ন্যায্যতার প্রশ্ন

প্রেক্ষাপট

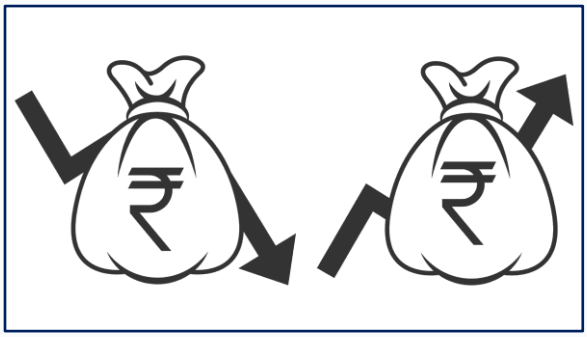

- **১৬তম অর্থ কমিশনের** (16th Finance Commission) সাম্প্রতিক সুপারিশগুলো কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে **সমতা** (Equity) এবং **দক্ষতার** (Efficiency) মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।
- যদিও ১৬তম অর্থ কমিশন **সমতা বিধানকে** (Equalisation) অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত রেখেছে, তবুও বেশ কিছু **উন্নত পারফরম্যান্সকারী রাজ্য** (Better-performing States) তাদের ক্রমহ্রাসমান হস্তান্তরের অংশীদারিত্ব, **আর্থিক চাপ** (Fiscal stress) এবং সংকুচিত **আর্থিক স্বায়ত্তশাসন** (Fiscal autonomy) নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

আর্থিক ফেডারেলিজমে অর্থ কমিশনের ভূমিকা

- **সাংবিধানিক ভিত্তি:** ভারতীয় সংবিধানের **২৮০ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 280) অনুযায়ী, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠিত হয়। এর কাজ হলো কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যের নিজেদের মধ্যে কেন্দ্রীয় করের রাজস্ব বণ্টনের সুপারিশ করা।
- **আর্থিক ভারসাম্যহীনতা দূর করা:** অর্থ কমিশন দুটি প্রধান ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করে: **উল্লম্ব আর্থিক ভারসাম্যহীনতা** (Vertical fiscal imbalance), যা কেন্দ্রের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা এবং রাজ্যগুলির ব্যয়ের দায়িত্বের মধ্যে অমিল থেকে তৈরি হয়; এবং **অনুভূমিক আর্থিক ভারসাম্যহীনতা** (Horizontal fiscal imbalance), যা বিভিন্ন রাজ্যের অসম আর্থিক সক্ষমতার কারণে সৃষ্টি হয়।

- **সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমের হাতিয়ার:** অর্থ কমিশন আর্থিক স্থানান্তর এবং সম্পদ ভাগাভাগির ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে **সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজম** (Cooperative federalism) কার্যকর করার প্রাথমিক সাংবিধানিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
- **১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ:** ১৬তম অর্থ কমিশন ১৫তম কমিশনের সুপারিশকৃত **৪১% উল্লম্ব স্থানান্তর** (Vertical devolution) বজায় রেখেছে এবং অনুভূমিক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত রেখেছে।

১৬তম অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্যগুলির উত্থাপিত প্রধান উদ্বেগসমূহ

১. **বিভাজ্য তহবিল থেকে সেস (Cess) ও সারচার্জ (Surcharge) বাদ দেওয়া:**

- **সেস এবং সারচার্জ** মোট কর রাজস্বের ১৫% ছাড়িয়ে গেলেও তা রাজ্যগুলির সাথে ভাগ করে নেওয়ারযোগ্য **বিভাজ্য তহবিল** (Divisible pool) থেকে বাদ রাখা হয়েছে।
- রাজ্যগুলি দাবি করেছে যে এগুলোকে হয় তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করা হোক অথবা ৮% থেকে ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হোক, কারণ এই বর্জন রাজ্যগুলির প্রাপ্ত প্রকৃত অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

২. **রাজ্যগুলির ওপর ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ:**

- **কোভিড-১৯** (COVID-19) মহামারীর কারণে ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজস্বে বড় ধরণের পতন ঘটেছে।
- **জিএসটি** (GST) হারের যৌক্তিকীকরণ (চারটি হার থেকে দুটি প্রধান হারে পরিবর্তন) রাজ্যের কর ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।
- ক্রমবর্ধমান **সরকারি ঋণ** (Public debt) রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক ব্যয়ের পথকে সংকুচিত করেছে।
- **কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসর করা প্রকল্পগুলো** (Centrally Sponsored Schemes) আর্থিক স্বায়ত্তশাসন কমিয়ে দিয়েছে; যেমন পুনর্গঠিত MGNREGA প্রকল্পে এখন রাজ্যগুলিকে ব্যয়ের ৪০% বহন করতে হচ্ছে।
- এই চাপের কারণে অনেক রাজ্য বর্তমান ৪১% এর পরিবর্তে **৫০% উল্লম্ব অংশীদারিত্বের** (Vertical share) দাবি জানিয়েছে।

৩. **হস্তান্তরের মানদণ্ডে ঘন ঘন পরিবর্তন:**

- পর্যায়ক্রমিক অর্থ কমিশনগুলো প্রায়ই **বণ্টনের মানদণ্ড** (Criteria) এবং গুরুত্বের ভারসাম্য পরিবর্তন করেছে, যার ফলে রাজ্যগুলির পক্ষে তাদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্য অংশ আগে থেকে অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
- রাজ্যগুলি **আয়-দূরত্ব** (Income distance) মানদণ্ডের গুরুত্ব কমানোর এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের পার্থক্য প্রতিফলিত করার জন্য **ক্রয়ক্ষমতার সমতা** (Purchasing power differences) অনুযায়ী এটি সমন্বয় করার দাবি জানিয়েছে।

৪. **উন্নত রাজ্যগুলির অংশের ক্রমাগত হ্রাস:**

- চারটি দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের (অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ু) সম্মিলিত অংশ ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের ২৪.৮% থেকে কমে ১৫.৮% (১৫তম অর্থ কমিশন) হয়েছে।
- বিপরীতে, চারটি প্রধান সুবিধাভোগী রাজ্যের (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) অংশ ৪২.৫% থেকে বেড়ে ৫১% হয়েছে, যা ব্যবধানকে **৩৫.২ শতাংশ পয়েন্টে** নিয়ে গেছে।

৫. **আর্থিক স্থানান্তর জনসেবার সমতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ:**

- ২০২২-২৩ সালে স্বাস্থ্য খাতে **বিহার** মাথাপিছু মাত্র ৯৩৭ টাকা ব্যয় করেছে, যেখানে **অরুণাচল প্রদেশ** করেছে ১০,১৪৮ টাকা—যা ১০.৮ গুণ বেশি।
- ২০২৩-২৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় বিহারের মাথাপিছু ব্যয় ছিল ২০,২৮২ টাকা, যেখানে **সিকিমের** ছিল ১,৩০,৪৯৮ টাকা।

- এই পরিসংখ্যানগুলো প্রমাণ করে যে কেবল শর্তহীন **সমীকরণমূলক স্থানান্তর** (Equalisation transfers) জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করতে পারেনি।

১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ এবং তাদের গুরুত্ব

- **উল্লম্ব স্থানান্তর প্রসঙ্গে:**
  - ১৬তম অর্থ কমিশন কেন্দ্রের এই যুক্তি গ্রহণ করেছে যে, **সেস** (Cess) এবং **সারচার্জ** (Surcharge) ভাগ করা যাবে না কারণ এগুলি জনকল্যাণমূলক এবং পরিকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়ন করে যা পরোক্ষভাবে রাজ্যগুলিকে উপকৃত করে। সেই অনুযায়ী, **৪১% উল্লম্ব অংশীদারিত্ব** (Vertical share) বজায় রাখা হয়েছে।
- **অনুদান এবং আর্থিক শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে:**
  - ১৬তম অর্থ কমিশন **রাজস্ব ঘাটতি অনুদান** (Revenue deficit grants)-এর পাশাপাশি **সেক্টর-নির্দিষ্ট** (Sector specific) এবং **রাজ্য-নির্দিষ্ট অনুদান** বাতিল করেছে।
  - রাজ্যগুলিকে **অফ-বাজেট ঋণ** (Off budget borrowings) বন্ধ করার, সমস্ত দায়বদ্ধতাকে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করার এবং **আর্থিক ঘাটতি** (Fiscal deficit) মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GSDP-র **৩%**-এর নিচে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এগুলি উন্নত আর্থিক নিয়ম, তবে এদের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন বেশ কিছু রাজ্যের জন্য **স্বল্পমেয়াদী আর্থিক চাপ** (Short term fiscal stress) বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- **অনুভূমিক হস্তান্তরের মানদণ্ড প্রসঙ্গে:**
  - **আয়-দূরত্ব** (Income Distance): একে সর্বোচ্চ **৪২.৫% গুরুত্ব** (Weight) দেওয়া হয়েছে, যা সমতার ওপর কমিশনের নিরন্তর গুরুত্বের প্রতিফলন।
  - **জনসংখ্যা** (Population): ১৭.৫% গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
  - **আয়তন** (Area): ১০% গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
  - **বনভূমি** (Forest Cover): ১০% গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
  - **জনসংখ্যাগত পারফরম্যান্স:** ১০% গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; যেখানে 'ইনভার্স ফার্টিলিটি রেট'-এর পরিবর্তে **জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে** (Population growth) মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
  - **জাতীয় জিডিপিতে রাজ্যগুলির অবদান:** এটি একটি নতুন মানদণ্ড হিসেবে **১০% গুরুত্ব** পেয়েছে, যা পূর্বের 'ট্যাক্স এফোর্ট' মানদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তবে, প্রকৃত GSDP-র পরিবর্তে এখানে একটি **বর্গমূল রূপান্তর** (Square root transformation) প্রয়োগ করা হয়েছে, যা অর্থনৈতিকভাবে বড় রাজ্যগুলির সুবিধা অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে।

রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতিতে নতুন সূত্রের প্রভাব

- **হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লাভ ও ক্ষতি:** নতুন সূত্রের অধীনে, **১৪টি রাজ্যের** অংশীদারিত্ব সামান্য বেড়েছে, যেখানে **কর্ণাটক** সবচেয়ে বেশি (**০.৪৮৪ শতাংশ পয়েন্ট**) লাভবান হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেছে।
- **দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির সামান্য লাভ:** দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সম্মিলিত অংশ সামান্য বেড়ে **১৭%** হয়েছে, তবে এটি ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সময়ের ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ **২৪.৮%**-এর তুলনায় অনেক কম।
- **পারফরম্যান্সের সুবিধা হ্রাস:** প্রকৃত GSDP-র পরিবর্তে বর্গমূল GSDP ব্যবহার করার ফলে **মহারাষ্ট্রের** মতো রাজ্যগুলির ভারিত অবদান **১৪.২৩% থেকে কমে ৮.৩১%** হয়েছে, যা তাদের বিপুল **মূলধনী সম্পদ** (Capital resources) থেকে বঞ্চিত করছে।

- **রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত উদ্বেগ:** সংসদীয় আসন পুনর্নির্ধারণ বা **ডিলিমিটেশন** এগিয়ে আসার সাথে সাথে একটি ভয় কাজ করছে যে, কম জনসংখ্যার **আর্থিকভাবে দক্ষ রাজ্যগুলি** (Fiscally efficient States) তাদের **রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর** (Political voice) এবং আর্থিক সম্পদ উভয়ই হারাবে। এটি ফেডারেল ভারসাম্যকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলির দিকে আরও ঝুঁকিয়ে দিতে পারে।

ভারসাম্যপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং তথ্য-চালিত আর্থিক স্থানান্তর ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভবিষ্যতের পথ

- **বিভাজ্য তহবিলে সেস অন্তর্ভুক্ত করা:** উল্লম্ব সমতা ফিরিয়ে আনতে সেস এবং সারচার্জকে মোট কর রাজস্বের **৮%-১০%** এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা অথবা **বিভাজ্য তহবিলের** (Divisible pool) অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।
- **বিকল্প হস্তান্তর মডেল বাস্তবায়ন:** সমস্ত ছয়টি মানদণ্ডে **সমান-গুরুত্ব** (Equal-weight) পদ্ধতি গ্রহণ করলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ফলাফল আসবে, যা নিশ্চিত করবে যে **তামিলনাড়ু** এবং **মহারাষ্ট্রের** মতো উন্নত রাজ্যগুলি প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার অতিরিক্ত অর্থ পাবে।
- **তথ্য-চালিত গুরুত্ব প্রদান পদ্ধতি ব্যবহার:** কমিশনের উচিত নিছক আনুমানিক শতাংশের বদলে **প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস** (PCA)-এর মতো উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের ভিত্তিতে গুরুত্ব নির্ধারণ করা।
- **আর্থিক ফলাফলের সূচকের ওপর গুরুত্ব:** ভবিষ্যতের হস্তান্তরের ক্ষেত্রে **আর্থিক সক্ষমতা** (Fiscal capacity) এবং **ব্যয়ের দক্ষতাকে** (Expenditure efficiency) অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এমন অ-আর্থিক মানদণ্ড থেকে সরে আসতে হবে যা সফল **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ** (Population control) এবং **অর্থনৈতিক সংস্কারের** জন্য রাজ্যগুলিকে দণ্ডিত করে।

উপসংহার

১৬তম অর্থ কমিশন দরিদ্র ও ধনী রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছে, তবুও এই সামান্য পরিবর্তন ইঙ্গিত দেয় যে **দক্ষতা ও সমতার** (Efficiency-equity trade-off) মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এখনও অমীমাংসিত। একটি প্রকৃত স্থিতিস্থাপক ভারতের জন্য, **আর্থিক কাঠামোকে** (Fiscal architecture) এমনভাবে বিবর্তিত হতে হবে যা অর্থনৈতিক অবদানকে পুরস্কৃত করবে এবং একইসাথে সমস্ত ভৌগোলিক সীমানাজুড়ে **মৌলিক জনসেবার** (Basic public services) অভিন্নতা নিশ্চিত করবে।

Q. The Finance Commission's transfer formula has increasingly raised concerns regarding equity, efficiency, and fiscal autonomy of States. Critically examine. 15 Marks

2.1.3. ভারতের জ্বালানি কৌশলে প্রয়োজন মূল্যের যৌক্তিক সংশোধন

প্রেক্ষাপট

- **হোরমুজ প্রণালী**, যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের মোট বাণিজ্য হওয়া তেলের প্রায় ২০ শতাংশ পরিবাহিত হয়, বর্তমানে বিশ্ব জ্বালানি বাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ **ভূ-রাজনৈতিক ফাটল রেখায়** (Geopolitical Fault Line) পরিণত হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সরবরাহ ব্যাহত করছে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনীতির মধ্যে ভঙ্গুর যোগসূত্রকে প্রকাশ্যে এনেছে।
- ভারতের জন্য, যারা তাদের অপরিশোধিত তেলের চাহিদার **৮৫ শতাংশের বেশি আমদানি** করে, এই সংকট সাম্প্রতিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নীতিগুলোর স্থায়িত্ব এবং জরুরি **কাঠামোগত সংস্কারের** (Structural Reforms) প্রয়োজনীয়তা—উভয়কেই সামনে নিয়ে এসেছে।

হোরমুজ সংকটের প্রভাব

- **বিশ্ব জ্বালানি অর্থনীতির ওপর প্রভাব**
  - **বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি:** পারস্য উপসাগরে দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় **ব্রেন্ট ক্রুডের (Brent Crude)** দাম দ্রুত বেড়েছে। এই সংকট আমদানিনির্ভর দেশগুলোর আমদানি ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, যা পরিবহন, খাদ্য, উৎপাদন এবং লজিস্টিকস খাতে তীব্র **মুদ্রাস্ফীতির (Inflationary Pressure)** চাপ সৃষ্টি করেছে।
  - **শিপিং এবং পরিবহন খরচ বৃদ্ধি:** সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ফলে জাহাজগুলো উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) দিয়ে দীর্ঘ পথে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে পণ্য পৌঁছানোর সময় কয়েক সপ্তাহ বেড়ে গেছে এবং **ফ্রেইট চার্জ ও সামুদ্রিক বীমা প্রিমিয়াম** বহুবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।
  - **বিশ্ব গ্যাস বাজারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ:** কাতার থেকে LNG (Liquefied Natural Gas) রপ্তানি পরিকাঠামোয় বিঘ্ন ঘটায় বিশ্বজুড়ে গ্যাসের সরবরাহ সংকুচিত হয়েছে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার উৎপাদন এবং শিল্প কারখানাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
  - **উন্নত দেশগুলোতে জ্বালানির দামের বোঝা:** অনেক উন্নত দেশ জ্বালানির বর্ধিত দামের পূর্ণ বোঝা সরাসরি গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে (যেমন জার্মানি, ইউকে, হংকং)। তবে, ভারতে অভ্যন্তরীণ জ্বালানির দাম অনেকটাই স্থিতিশীল রাখা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে তাৎক্ষণিক মুদ্রাস্ফীতি এবং পরিবহন খরচ বৃদ্ধি থেকে রক্ষা করেছে।

ভারতের জ্বালানি প্রস্তুতি ও সুসংহত পদক্ষেপ

- **অপরিশোধিত তেল আমদানির বহুমুখীকরণ (Diversification):** একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে আমদানির উৎস বাড়ানো হয়েছে। রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম আফ্রিকা এবং আটলান্টিক অববাহিকার দেশগুলোর সাথে শক্তিশালী জ্বালানি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR) শক্তিশালীকরণ:** সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) মতো দেশগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে ভারতের জরুরি তেল সঞ্চয় ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রায় **৩ কোটি (৩০ মিলিয়ন) ব্যারেল** তেল সংরক্ষিত আছে।
- **অভ্যন্তরীণ LPG উৎপাদন বৃদ্ধি:** গৃহস্থালির জ্বালানি নিশ্চিত করতে সংকটের সময় LPG উৎপাদন প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। **উজ্জ্বলা যোজনার (Ujjwala Scheme)** আওতায় সংযোগ ১৪.৫ কোটি (২০১৪) থেকে বেড়ে ৩৩ কোটির বেশি হওয়ায় এই সরবরাহ বজায় রাখা সামাজিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **প্রাকৃতিক গ্যাসের অগ্রাধিকার ভিত্তিক বণ্টন:** পরিবার, গণপরিবহন এবং ২৫টি সার কারখানাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে (প্রায় ৭০% চাহিদা পূরণ), যা কৃষি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সুরক্ষিত রেখেছে।
- **সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সমন্বয়:** ওমান উপসাগরে নৌবাহিনী মোতায়েন এবং সক্রিয় কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহের পথ এবং শোধনাগার কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতির ওপর হোরমুজ সংকটের আর্থিক বোঝা

- **তেল বিপণন সংস্থাগুলোর (OMCs) চরম লোকসান:** জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখতে ইন্ডিয়ান অয়েল (IOCL), HPCL এবং BPCL-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো বিশাল আর্থিক লোকসান সহ্য করছে। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের ব্যাপক অস্থিরতার সময়েও পেট্রোল ও ডিজেল বাজার-সংলগ্ন মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিন **শত শত কোটি টাকার আর্থিক ঘাটতি (Under-recoveries)** তৈরি হচ্ছে।
- **কৃত্রিম মূল্য স্থিতিশীলতা এবং এর ফলাফল:** কৃত্রিমভাবে জ্বালানির দাম কম রাখা হলে তা দায়িত্বশীল জ্বালানি ব্যবহারের আগ্রহ কমিয়ে দেয়। এটি পরিবার এবং শিল্পক্ষেত্রগুলোকে জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে।

যখন জ্বালানির দাম প্রকৃত বৈশ্বিক বাজার পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করে না, তখন দীর্ঘমেয়াদী **জ্বালানি দক্ষতা** (Energy Efficiency) বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে পড়ে।

- **ক্রমাগত মূল্য দমনের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** লোকসান শুষে নেওয়ার বর্তমান কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য বজায় রাখা অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত কঠিন। জ্বালানির দাম ক্রমাগত চেপে রাখার ফলে **রাজকোষ ঘাটতির** (Fiscal Deficit) ওপর চাপ বাড়ে, **ভারতীয় টাকা** দুর্বল হয় এবং ভারতের জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

- **আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর গভীর নির্ভরতা:** ভারতের জ্বালানি চ্যালেঞ্জ মূলত সাময়িক কোনো সমস্যা নয়, বরং এটি একটি **কাঠামোগত** (Structural) সমস্যা। পরিবহন, বিমান চলাচল, উৎপাদন, কৃষি এবং লজিস্টিকসের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো এখনও আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল, যা ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারের **মূল্য আকস্মিকতার** (Price Shocks) মুখে নাজুক করে তোলে।
- **বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বিঘ্নিত হওয়ার পরোক্ষ প্রভাব:** সরাসরি জ্বালানির ঘাটতি এড়ানো গেলেও, দীর্ঘায়িত বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা **চলতি হিসাবের ঘাটতি** (Current Account Deficit) বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান **মুদ্রাস্ফীতি** (Inflation) এবং **ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়নের** (Depreciation of Rupee) মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, তেলের উচ্চমূল্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে।
- **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভের** (SPR) **সীমাবদ্ধতা:** যদিও ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, তবে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এই **সঞ্চয় ক্ষমতা** (Reserve Capacity) এখনও অপর্যাপ্ত। শক্তিশালী জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এই রিজার্ভের সম্প্রসারণের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা জরুরি।
- **জ্বালানি সংরক্ষণের ওপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব:** জ্বালানি সংরক্ষণ, ভ্রমণ হ্রাস এবং রিমোট ওয়ার্ক বা বাড়ি থেকে কাজের সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এটি নির্দেশ করে যে, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি খাতের এই অনিশ্চয়তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে—এমন একটি বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা গঠনের ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

- **স্বচ্ছ জ্বালানি মূল্য যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা:** তেল বিপণন সংস্থাগুলোর (OMC) লোকসান কমাতে এবং অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে আর্থিক স্থিতিশীলতা উন্নত করতে জ্বালানির দামে প্রায় **১৩ শতাংশ এককালীন এবং স্বচ্ছ মূল্য সংশোধনের** (Price Correction) পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- **অনুমেয় মূল্য নির্ধারণ নীতির গুরুত্ব:** বারবার ছোট ছোট পরিবর্তনের চেয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিত মূল্য সমন্বয় বেশি কার্যকর। এটি পরিবার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিশ্চয়তা কমায় এবং আর্থিক পরিকল্পনা সহজতর করে।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরে গতি আনা:** আমদানিকৃত তেলের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরতা কমাতে সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, **গ্রিন হাইড্রোজেন** (Green Hydrogen), বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং গণপরিবহন ব্যবস্থার বিদ্যুতায়নের দ্রুত সম্প্রসারণ অপরিহার্য।
- **কৌশলগত রিজার্ভ এবং সরবরাহ অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণ:** কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ আরও বাড়ানো উচিত এবং আকস্মিক বৈশ্বিক বিঘ্ন থেকে সুরক্ষা পেতে স্থিতিশীল সরবরাহকারী দেশগুলোর সাথে **জ্বালানি অংশীদারিত্ব** (Energy Partnerships) আরও শক্তিশালী করতে হবে।
- **জাতীয় জ্বালানি সংরক্ষণ মিশনের প্রসার:** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত না করে সামগ্রিক জ্বালানি ব্যবহার কমাতে **জ্বালানি দক্ষতা মানদণ্ড** (Energy Efficiency Standards), গ্রিন বিল্ডিং নীতি এবং জনসচেতনতামূলক প্রচারণার ওপর অধিক জোর দিতে হবে।

উপসংহার

হোরমুজ সংকট এটিই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে, ভারতের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কেবল **আমদানির বহুমুখীকরণ**, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর, **বাস্তবসম্মত জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ**, শক্তিশালী কৌশলগত সঞ্চয় এবং উন্নত **জ্বালানি সংরক্ষণ অভ্যাসের** মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব।

Q. The Strait of Hormuz crisis has exposed the structural vulnerabilities of India's energy security framework. Critically examine the impact of crisis on the Indian economy and suggest measures needed to strengthen India's long term energy resilience. 15 Marks

2.1.4. জাতীয় স্থিতিশীলতা শুধুমাত্র আচরণগত আহ্বান যথেষ্ট নয়

প্রেক্ষাপট

- **আমেরিকা-ইরান দ্বন্দ্ব** এবং **হরমুজ প্রণালীতে** অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা ভারতের **জ্বালানি নিরাপত্তা**, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির বিষয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।
- স্বনির্ভরতা, শক্তি সংরক্ষণ, বিদেশ ভ্রমণ হ্রাস এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারের মতো **জনসাধারণের কাছে করা আবেদনগুলি** বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময়ে **নাগরিক দায়িত্ব** এবং **সরকারি জবাবদিহিতার** ভারসাম্যের বিষয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময় দায়িত্বশীল ব্যবহারের আহ্বান

ক. বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই আবেদনগুলি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- **আন্তঃসংযুক্ত বিশ্ব অর্থনীতি ভারতের ঝুঁকি বাড়ায়:** হরমুজ প্রণালীর ঘটনাপ্রবাহ সরাসরি ভারতের জ্বালানি আমদানি, খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল এবং **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে** প্রভাবিত করে। ফলে নাগরিকদের ব্যবহারের ধরণ জাতীয় স্থিতিশীলতার জন্য একটি প্রকৃত উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
- **বাহ্যিক ধাক্কার বিরুদ্ধে বাফার হিসেবে অভ্যন্তরীণ ব্যবহার:** স্থানীয় পণ্য প্রচার এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো ভারতের **বাণিজ্য ভারসাম্যকে** শক্তিশালী করতে পারে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্ন থেকে সুরক্ষা দেয়।
- **পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত সুবিধা:** শক্তি সংরক্ষণ, অভ্যন্তরীণ পর্যটন এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ হ্রাসের আহ্বান প্যারিস চুক্তির অধীনে ভারতের **জলবায়ু অঙ্গীকারের** সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত স্থায়িত্বে অবদান রাখে।
- **আত্মনির্ভর ভারত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন:** নাগরিক পর্যায়ে দেশীয় উদ্ভাবন এবং স্বনির্ভরতাকে উৎসাহিত করা একটি **স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি** গড়ে তোলার বৃহত্তর জাতীয় লক্ষ্যকে সমর্থন করে।
- **সংকটের সময় নাগরিক গুণাবলী:** দায়িত্বশীল ব্যবহার, সামাজিক সংহতি এবং দেশীয় শিল্পকে সমর্থন করা প্রকৃত **নাগরিক দায়িত্ব**। যখন দেশ অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তখন নাগরিকদের একটি অর্থবহ ভূমিকা পালন করার থাকে।

খ. কাঠামোগত সংকটের সময় আচরণগত আহ্বানের সীমাবদ্ধতা

- **রাষ্ট্রের দায়ভার ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া:** সরকার যখন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার না করে কেবল নাগরিকদের ত্যাগ স্বীকার বা মানিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানায়, তখন **সামাজিক চুক্তি** (Social Contract) দুর্বল হয় এবং নাগরিকরা সেই ব্যর্থতার দায়ভার বহন করে যা তাদের নয়।

- **আচরণগত বার্তা পদ্ধতিগত ব্যর্থতাকে আড়াল করতে পারে:** বিদ্যুৎ সাশ্রয় বা স্থানীয় পণ্য কেনার আবেদনগুলি অনেক সময় নীতি, নিয়ন্ত্রণ এবং **সরকারি বিনিয়োগের** মাধ্যমে অর্থনৈতিক ফলাফল গঠনে রাষ্ট্র ও কর্পোরেশনগুলোর বৃহত্তর দায়বদ্ধতা থেকে নজর সরিয়ে দেয়।
- **দেশপ্রেম নীতিগত সংহতির বিকল্প হতে পারে না:** জাতীয় গর্ব বা নাগরিক ত্যাগের আবেগপূর্ণ আবেদন কখনোই দীর্ঘমেয়াদী **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা**, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের বিকল্প হতে পারে না।
- **কেবল আচরণগত জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে স্থিতিস্থাপকতা অর্জন সম্ভব নয়:** খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত বাস্তুতন্ত্র জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত। এগুলোর জন্য **পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া** প্রয়োজন, কেবল ব্যক্তিগত অভ্যাসের পরিবর্তন যথেষ্ট নয়।
- **সরকার খুব কমই সমতুল্য জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতি দেয়:** নাগরিকদের বারবার সংরক্ষণ এবং সমন্বয় করতে বলা হলেও, সরকার খুব কমই **স্বচ্ছতা**, নিয়ন্ত্রক স্থিতিশীলতা বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মতো বিষয়গুলোতে নিজস্ব দায়িত্বের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে দেয়।

বৈশ্বিক সংকটের সময় প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতা নির্মাণের বৈশ্বিক শ্রেষ্ঠ অনুশীলনসমূহ

- **নর্ডিক মডেল (ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড):** সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্বচ্ছ শাসনপ্রক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে নিরবচ্ছিন্ন সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করে যে, সংকটের সময় নাগরিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করবে। কারণ, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে তার **সামাজিক চুক্তি** (Social Contract) পূরণ করে।
- **সিঙ্গাপুরের কৌশলগত পরিকল্পনা মডেল:** তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ (Evidence-based policymaking), নিয়ন্ত্রক স্থিতিশীলতা এবং মানবসম্পদ ও উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কেবল আচরণগত আহ্বানের ওপর নির্ভর না করেই প্রকৃত জাতীয় স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলে।
- **জার্মানির ২০২২ সালের জ্বালানি সংকট মোকাবিলা:** নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রক সংস্কার এবং স্বচ্ছ সংসদীয় জবাবদিহিতা প্রমাণ করেছে যে, টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য **কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ** প্রয়োজন, কেবল প্রতীকী নাগরিক প্রচার নয়।

দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্থিতিস্থাপকতার জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পথনির্দেশ

- **সামাজিক সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ:** কোভিড-১৯ মহামারী প্রমাণ করেছে যে, স্থিতিস্থাপক সমাজ কেবল সুশৃঙ্খল নাগরিকদের মাধ্যমে নয়, বরং শক্তিশালী সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, রোগ নজরদারি, পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং **জরুরি প্রস্তুতি** (Emergency preparedness) খাতে টেকসই বিনিয়োগ অপরিহার্য।
- **অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের সুরক্ষা:** যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অসুরক্ষিত থাকে বা পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা ছাড়াই **গিগ ইকোনমি** (Gig economy) এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রম ব্যবস্থার মধ্যে আটকা পড়ে, তখন কেবল দেশপ্রেমের আহ্বানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা আসতে পারে না। তাই সার্বজনীন কভারেজ নিশ্চিত করা একটি জরুরি প্রশাসনিক অগ্রাধিকার।
- **শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন সক্ষমতায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** প্রকৃত আত্মনির্ভরতা গড়ে ওঠে ল্যাবরেটরি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় কয়েক দশকের বিনিয়োগের মাধ্যমে। ভারতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেবল বিদেশি ক্যাম্পাসের আতিথেয়তা করলে চলবে না, বরং নিজেদের বিশ্বের অন্যতম **জ্ঞানের কেন্দ্র** (Centers of knowledge) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

- **স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও জনবিশ্বাস গঠন:** সংকটের সময় **জনবিশ্বাস** (Public trust) একটি কৌশলগত জাতীয় সম্পদ। যখন সরকার সততার সাথে যোগাযোগ করে, অনিশ্চয়তাগুলো স্বীকার করে এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকে কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করতে দেয়, তখন নাগরিকরা কার্যকরভাবে সহযোগিতা করে।
- **জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ও টেকসই নগর উন্নয়ন:** শহরগুলো যখন দুর্বল নগর পরিকল্পনা, অপর্যাপ্ত গণপরিবহন এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ে ভুগছে, তখন নাগরিকদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে বলা মূলত কারণের পরিবর্তে উপসর্গের চিকিৎসা করা। তাই **স্মার্ট সিটি** (Smart cities)-র মতো ব্যর্থ উদ্যোগগুলোকে নিঃশব্দে ভুলে না গিয়ে সেগুলোর সমালোচনামূলক মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- **নিয়ন্ত্রক স্থিতিশীলতা ও অনুমানযোগ্য শাসন নিশ্চিতকরণ:** সক্ষমতা ও প্রযুক্তিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং উদ্যোক্তাদের একটি স্থিতিশীল নীতিগত পরিবেশ প্রয়োজন। **নিয়ন্ত্রক ধারাবাহিকতা** (Institutional consistency) হলো একটি স্বনির্ভর অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি।
- **গণতান্ত্রিক সংলাপ ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা রক্ষা:** সমালোচনাকে 'দেশবিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করা বন্ধ করতে হবে। উন্মুক্ত বিতর্ক, প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনা এবং **বৌদ্ধিক বৈচিত্র্য** (Intellectual diversity)-র মাধ্যমেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়, যা প্রকৃত জাতীয় স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রয়োজনীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।
- **দায়িত্বশীল শাসনের মাধ্যমে সামাজিক চুক্তির নবায়ন:** ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং **মানবসম্পদ উন্নয়ন** (Human capital investment) প্রয়োজন। সরকারকে জাতীয় স্থিতিস্থাপকতার দায়ভার কেবল নাগরিকদের আচরণের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে নিজেদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।

উপসংহার

দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং নাগরিক সংহতি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলেও, তা কখনোই **সুশাসনের** (Governance) বিকল্প হতে পারে না। বৈশ্বিক সংকটের সময় নেতৃত্বের প্রকৃত পরীক্ষা হলো—শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং নিরবচ্ছিন্ন সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় **জবাবদিহিতা, দূরদর্শিতা এবং নীতিগত গুরুত্ব** প্রদর্শন করছে কি না।

Q. Behavioural alone cannot ensure economic resilience during global crises. Critically examine. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video